অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-১)-৪৭৭

তারিখঃ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ২৮ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

পরিপত্র-৪

বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা, প্রার্থীদের সম্ভাব্য নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী দাখিল, প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধ এবং কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম, আচরণ বিধিমালা অনুসরণ, প্রতীক ও পোস্টারের আকার, সম্ভাব্য তহবিলের উৎস দাখিল না করার অপরাধে শাস্তি, নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণ

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৪৪এএ অনুচ্ছেদ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮-এর ২৯ বিধি অনুসারে প্রণীত ফরম ২০-এ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্রের সাথে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উল্লেখ থাকতে হবে, যেমনঃ-

(ক) নিজ আয় হতে যে অর্থের সংস্থান করা হবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) নিজ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে কর্জ বা তাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাদের আয়ের উৎস;

(গ)কোন ব্যক্তির নিকট হতে কর্জ বা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ)কোন প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল অথবা অন্য কোন সংস্থা হতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস্য হতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ ৪৪ এএ (১) অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট দফায় "আত্মীয় -স্বজন" বলতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং বোন বুঝাবে।

২। **প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তাঁর বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল:** আদেশের ৪৪এএ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তার সম্পদ ও দায় এর বিবরণী এবং তার বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের রিটার্ন নির্ধারিত ফরম-২১ এ মনোনয়ন সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে এবং তিনি যদি আয়কর দাতা হন, তা হলে তার সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের অনুলিপিও উক্ত বিবরণীর সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৩। **তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং সম্পদ দায়ের বিবরণী ও রিটার্নের অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** ৪৪এএ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী সম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণীও সর্বশেষ দাখিলকৃত রিটার্নের কপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উল্লিখিত বিবরণী এবং রিটার্নের অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

৪। **সম্পূরক বিবরণী দাখিল:** ৪৪এএ অনুচ্ছেদের (৪) দফা অনুসারে দাখিলকৃত ফরম-২০ তে বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হলে সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনী রিটার্নের সাথে উক্তরুপ প্রাপ্ত অর্থ এবং যে উৎস হতে অর্থ প্রাপ্ত হয়েছেন তা উল্লেখপূর্বক একটি সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। উক্ত সম্পূরক বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত সম্পূরক বিবরণীর অনুলিপি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করতে হবে।

৫। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪এএ অনুসারে প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের উৎস এবং অনুচ্ছেদ ৪৪বি ও অনুচ্ছেদ ৪৪সি এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত নির্বাচনি ব্যয় এবং রিটার্ন দাখিল করার বিষয়াবলী সম্পর্কে পৃথক পরিপত্র জারী করা হবে। তবুও নির্বাচনি প্রচারের ক্ষেত্রে যে সকল বিধি নিষেধ রয়েছে তা সম্ভাব্য প্রার্থীদের অবগত করাতে হবে।

৬। **প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যয় সম্পর্কিত বাধা নিষেধঃ** কোন প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের পরিমাণ, ব্যক্তিগত খরচ, রাজনৈতিক দল কর্তৃক খরচ, অর্থ ব্যয়ের ধরন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান রয়েছে। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে দেয়া হল:

(১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অর্থের সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ কোন ব্যক্তি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে পরিশোধ করতে পারবেন না।

(২) আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না, তবে কোন ব্যক্তি নির্বাচনি এজেন্টের নিকট হতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে উক্ত অর্থ মনোহারী দ্রব্যাদি ও ডাক টিকিট ক্রয়, টেলিফোন এবং অন্যান্য ছোটখাটো খরচ বাবদ ব্যয় করতে পারবেন।

(৩) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪বি (৩) অনুচ্ছেদের বিধান মতে কোন প্রার্থী যে রাজনৈতিক দল হতে মনোনয়ন পাবেন তার জন্য উক্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক কৃত খরচসহ তার নির্বাচনি ব্যয় **পঁচিশ লক্ষ** টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ভোটার প্রতি হারে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন দ্বারা ভোটার প্রতি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন (প্রজ্ঞাপনের কপিঃ পরিশিষ্ট-ক)। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ভোটার প্রতি নির্বাচনি ব্যয় যাই নির্ধারিত হোক না কেন কোন নির্বাচনি এলাকায় মোট নির্বাচনি ব্যয় **পঁচিশ লক্ষ** টাকার উর্ধ্বে হবে না। উক্ত অনুচ্ছেদের (৩এ) দফায় উল্লেখ রয়েছে যে, নির্ধারিত উক্ত অর্থ এবং এর অংশ বিশেষ নিম্নলিখিত কোন কাজের জন্য খরচ করা যাবে না:

(ক) একের অধিক রং বা কালি ব্যবহার করে পোস্টার মুদ্রণ; অথবা

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট সাইজ হতে বৃহৎ সাইজের পোস্টার মুদ্রণ;

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান নিয়ে কোন প্যান্ডেল স্থাপন; অথবা

(ঘ) কোন নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে ৩(তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ভাড়া; অথবা

(ঙ) ভোটগ্রহণের দিনের ৩(তিন) সপ্তাহের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ে যে কোন উপায়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ; অথবা

(চ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/ সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন ; অথবা

(ছ) ভোটারদের কোন প্রকারের আপ্যায়ন করা; অথবা

(জ) শোভাযাত্রা বা মিছিল করার জন্য স্থলযান বা জলযান যথাঃ- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল, স্পীডবোট ইত্যাদি ব্যবহার; অথবা

(ঝ) কোন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা নেয়ার জন্য কোন ধরনের যানবাহন বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা; অথবা

(ঞ) বিদ্যুতের সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জাকরণ; অথবা

(ট) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার; অথবা

(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনি প্রতীকের প্রদর্শনী; অথবা

(ড) নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কোন কালি বা রং বা তুলি বা যে কোন কিছুর দ্বারা কোন লিখন বা এ জাতীয় কোন লিখন বা বিজ্ঞাপন ব্যবহার;

(ঢ) ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি ক্যাম্প পরিচালনা।

৭। **নির্বাচনি প্রতীক, পোস্টার ও পোর্ট্রেট এর সাইজ:** এখানে উল্লেখ্য যে, প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচনি প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হবে না এবং পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার × ১ (এক) মিটার হতে হবে এবং পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাতে পারবেন না মর্মে আচরণ বিধিমালায় বিধান রয়েছে **[সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ উপবিধি (৩) ও (৭)।]**

৮। **নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎস এবং নির্বাচনি ব্যয় সংক্রান্ত বিধানাবলী লংঘনের অপরাধ ও শাস্তি:** (ক) ফরম-২০ এ দাখিলকৃত সম্ভাব্য উৎসের বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে ব্যয় নির্বাহ করাঃ আদেশের ৪৪এএ অনুচ্ছেদের অধীন প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

(খ) নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রমসহ ব্যয়ের প্রক্রিয়া লংঘন: আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কতিপয় বিধান যেমন নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ, নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সীমা অতিক্রম ইত্যাদি বিধান লংঘন করলে আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠিত হবে। অপরপক্ষে আদেশের ৪৪বি অনুচ্ছেদের (৩বি) দফা অনুযায়ী ৪৪বি অনুচ্ছেদ এর (৩এ) দফার কোন বিধান লংঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোন অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত (৩) দফায় উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি খরচ বলে গণ্য হবে এবং ইহা অনুচ্ছেদ ৪৪বি এর লংঘন বলে গণ্য হবে।

(গ) নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী এবং নির্বাচনি রিটার্ন দাখিল না করার শাস্তি: আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪এএ বা ৪৪সি এর বিধানাবলী পালন করতে ব্যর্থ হলে অর্থাৎ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল না করলে অথবা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন ফলাফল প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে না করলে বা এ সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিপালন না করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

৯। **সম্ভাব্য ব্যয়ের উৎসসহ বিভিন্ন বিবরণী ও রিটার্ন জমা না দেয়া বা এ সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি:** আদেশের ৭৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৪৪এএ অনুচ্ছেদের অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করলে বা ৪৪বি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধান যেমন-নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কারও মাধ্যমে অর্থ খরচ করা, নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা অতিক্রম বা কতিপয় নিষিদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করলে অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদণ্ডে এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে আদেশের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ও ব্যয়ের রিটার্ন দাখিল না করলে অথবা এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন না করলে দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য অন্যূন ২(দুই) বৎসর ও অনধিক ৭(সাত) বৎসরের কারাদন্ড এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হতে পারে।

১০। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার করণীয়ঃ** আদেশের অনুচ্ছেদ ৮৭এ এর দফা (১) অনুসারে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা, অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোন সদস্য যখনই বা যেখানে তিনি এতদসম্পর্কে জানিতে পারেন বা তার নজরে আসে তখন এবং সেই খানেই নিম্নলিখিত বস্তু বা কার্যক্রম অপসারণ করবেন বা অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দিবেন-

(ক) একের অধিক রং বা কালি দ্বারা প্রস্তুত প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীকের ব্যবহার অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের পোস্টার বা প্রতীক;

(খ) প্রার্থী কর্তৃক কোন গেট বা তোরণ অথবা কোন ঘেরা (প্রতিবন্ধক);

(গ) ৪০০ বর্গফুট-এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল;

(ঘ) কোন প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি এলাকায় একই সময়ে ৩(তিন)-এর অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পীকার ভাড়া করা বা ব্যবহার করা;

(ঙ) কোন নির্বাচনি এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একাধিক বা পৌর এলাকা/ সিটির প্রতি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস; অথবা নির্বাচনি এলাকায় একাধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস;

(চ) নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক বিদ্যুতের সাহায্যে যে কোন রকম আলোকসজ্জা;

(ছ) কোন প্রার্থীর জন্য বিজ্ঞাপনের পন্থা হিসেবে কালি বা অন্য যে কোনভাবে কোন দেওয়াল, দালান, থাম, সেতু, যানবাহন বা জলযানে, অথবা প্রার্থীর মালিকানায় নয় বা এইরূপ বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নয় এই প্রকার যে কোন স্থানে, লিখন।

(গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮৭এ এর উদ্ধৃতাংশঃ পরিশিষ্ট-খ)

১১। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্বঃ** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮৭এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আইনের উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয়ভাবে প্রচারণা চালানোর জন্য অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। **নিষিদ্ধ কার্যক্রম প্রতিকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপ গ্রহণঃ** আচরণ বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্বাচন পূর্ব সময় বলতে **জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে** বুঝায়। তাই নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রার্থীকে বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে আচরণ বিধিমালার বিধানাবলী অবশ্যই কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন হতে ২৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে জারীকৃত ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৪.১৩.৪৬৬ স্মারকের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)। উক্ত নির্দেশনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সাঁটানো পোস্টার তুলে ফেলাসহ উক্তরূপ যেকোন বস্তু সরিয়ে ফেলার জন্যও বলা হয়েছে।

১৩। **আচরণ বিধিমালাঃ** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর জন্য পালনীয় **সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮** এর এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো (পরিশিষ্ট-ঘ)। উক্ত বিধিমালা অনুসারে বিধানসমূহ পরিপালন করতে হবে।

১৪। **সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখাঃ** মনোনয়নপত্র বাছাই, মনোনয়নপত্র বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ও আপিল নিষ্পত্তি এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনেও অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের দিন এবং প্রত্যাহারের দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়াতে ঐদিন সকাল ৯.০০ টা হতে যথারীতি অফিস খোলা রেখে বাছাইয়ের কার্যক্রম চলবে। উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ আগামী ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ (শুক্রবার) হওয়ায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার সংক্রান্ত আবেদন/নোটিশ বিকাল ৫.০০টার মধ্যে গ্রহণসহ এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন অফিসসমূহ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও খোলা রাখতে হবে।

২৫-১১-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১
ফোনঃ ৯১৮০৬৫৩

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩(অংশ-১)-৪৭৭

তারিখঃ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ২৮ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ...(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১৮. পুলিশ সুপার, ...(সকল)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সকল)
২৬. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২৮. অফিসার ইনচার্জ, ...(সকল)
২৯. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২০, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ০৬ অগ্রহায়ন ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩-৪৩৯।—যেহেতু Representation of the People Order, 1972 এর Article 44B এর Clause (3) এর অধীন মনোনয়নদানকারী রাজনৈতিক দল হইতে গৃহীত খরচসহ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি খরচ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকার অধিক হইবে না, এবং

যেহেতু, উক্তরূপ নির্বাচনি ব্যয় ভোটার প্রতি হারে নির্ধারিত হওয়ার বিধান রহিয়াছে,

সেহেতু, নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় ভোটার প্রতি নির্বাচনি ব্যয় ৮·০০ (আট) টাকা নির্ধারণ করিল।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্বাচনি এলাকার ব্যয় সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন নং নিকস/নি-১/জাস-১(পরিচালনা)/২০০৮(অংশ)/১২৭৪, তারিখ ঃ ০৬ নভেম্বর ২০০৮/২২ কার্তিক ১৪১৫ এতদদ্বারা বাতিল করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মিহির সারওয়ার মোর্শেদ
উপ-সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

(৯৯২১)
মূল্য ঃ টাকা ৪·০০

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ORDER, 1972

(PRESIDENT'S ORDER NO. 155 OF 1972).

[*26th December, 1972*]

CHAPTER VI
OFFENCES, PENALTY AND PROCEDURE

87A

[1][87A. (1) Any police officer, or any other member of a law enforcing agency performing any duty in connection with an election, shall remove or cause to be removed, or direct the removal of, whenever or wherever he comes to know about it or it comes to his notice, any-

(a) multi-coloured poster or portrait of a candidate or the poster or symbol of a candidate which is bigger than the size prescribed or specified by the Commission;

(b) gate, arch or barricade erected for a candidate;

(c) pandal of a candidate covering an area of more than four hundred square feet;

[2][***]

(e) micro-phone or loudspeaker used by a candidate in excess of three in number in a constituency at any given time;

(f) election camp or office of a candidate in excess of one in union, or in a ward of a municipality or city or in excess of one central camp or office in a constituency;

(g) illumination as part of election campaign of a candidate by use of electricity in any form; and

(h) writing in ink or paint or in any other manner whatsoever as a means of advertisement for a candidate in any wall, building, pillar, bridge, vehicle or vessel, or in any other place or object not belonging to the candidate or not meant for such advertisement.

(2) If a police officer or any other member of a law enforcing agency fails or neglects to take action under clause (1), without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of inefficiency or misconduct and his appointing authority shall, on being requested to do so by the Commission or the Returning Officer, take appropriate disciplinary action against him and inform the Commission or the Returning officer, as the case may be, about the action so taken, and shall note the action in the relevant service record.

(3) A Returning Officer or an Assistant Returning Officer may direct any police officer, or any other member of a law enforcing agency performing any duty in connection with an election, to remove, within such time as he may specify, any matter, thing or article which is liable to be removed under clause (1), and such police officer or member of the law enforcing agency shall take prompt

action in accordance with such direction and report compliance to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer, and if such police officer or member of the law enforcing agency fails, refuses or neglects to comply, without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of inefficiency or misconduct and the provision of clause (2) shall apply in this respect.

(4) A Returning Officer or an Assistant Returning Officer may give a direction to a candidate or his election agent to remove immediately any matter, thing or article which is liable to be removed under clause (1), and the candidate or his election agent shall act in accordance with such direction, and report compliance to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer; and if he fails or refuses or neglects to comply, without any reasonable cause, he shall be deemed to be guilty of corrupt practice under Article 73.

(5) Any matter, thing or article removed by any police officer or any other member of a law enforcing agency shall be deemed to have been seized from the possession of the candidate, and shall, if not destroyed in course of such removal, be kept in the custody, of the nearest police station and shall be destroyed or forfeited to the state, if no election petition is pending, after the expiry of a period of six months from the date of such custody.

(6) A police officer or any other member of a law enforcing agency may take, or cause to be taken, such steps or measures, including use of force, as may be necessary for performing any function or exercising any power under this Article.

(7) Any action taken under this Article shall be promptly communicated to the Commission, and also to the Returning Officer and the Assistant Returning Officer.

(8) Any action taken under this Article shall be in addition to, and not in derogation of, any other action or punishment that may be taken or imposed under any other provision of this Order.

(9) An action under this Article may be taken at anytime during the period from the date of the notification under clause (1) of Article 11 till the close of the poll in the entire constituency concerned (both days inclusive).]

---

[1] Article 87A was inserted by section 36 of the Representation of the People (Amendment) Act, 2001 (Act No. LVII of 2001)

[2] Sub-clause (d) was omitted by section 24 of Representation of the People Order (Amendment) Act, 2009 (Act. No. XIII of 2009).

Copyright © 2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৪.১৩.৪৬৬ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর ২০১৩

বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনে আচরণ বিধি প্রতিপালন প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে নির্বাচন কমিশন দশম জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে। ঘোষিত সময়সূচি অনুসারে আগামি ০৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

২। নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রার্থীকে বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে আচরণ বিধিমালার বিধানাবলী অবশ্যই কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, **"নির্বাচন-পূর্ব সময়"** অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল।

৩। **সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-১২ নিম্নরূপঃ**

প্রচারণার সময়।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

আচরণ বিধিমালার বিধি-৭(১) নিম্নরূপঃ

পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।- (১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনে।

এছাড়াও বিধি-৯ নিম্নরূপঃ

দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৪। সারাদেশে সকল নির্বাচনি এলাকায় সম্ভাব্য প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণামূলক বা শুভেচ্ছা জানিয়ে বিভিন্ন ধরণের পোস্টার, স্টিকার, ব্যানার, বিলবোর্ড, লিফলেট লাগানো হয়েছে বা দেয়ালে লিখন দেখা যাচ্ছে। এ ধরণের কার্যক্রম আচরণ বিধিমালা এবং নির্বাচনী আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। নির্বাচন কমিশন **আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সারাদেশের সকল নির্বাচনি এলাকায় বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচনি প্রচারণামূলক বা শুভেচ্ছা জানিয়ে লাগানো পোস্টার, স্টিকার, ব্যানার, বিলবোর্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্ব উদ্যোগে ও নিজ খরচে অপসারণ এবং দেয়াল লিখন মুছে ফেলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন**। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আচরণ বিধি প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যও নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত সময়ের পরে কোন প্রার্থীর এ ধরণের প্রচারণা বা শুভেচ্ছামূলক কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হলে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর পরিপন্থি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। উক্ত বিধিমালার ১৮ বিধি অনুসারে কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে উহা একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে আচরণ বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করলে অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড দন্ডনীয় হবে।

৫। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর 87A অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়ে পুলিশ ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে (অনুলিপি সংযুক্ত)।

৬। বর্ণিত অবস্থায়, সম্ভাব্য সকল প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা কঠোরভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

২৬-১১-২০১৩

(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)
উপ-সচিব (নির্বাচন পরিচালনা-১)
ফোনঃ ৯১৮০৬৫৩

প্রাপক,

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার

২। মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/সিলেট/রাজশাহী/বরিশাল

৩। জেলা প্রশাসক, ... (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

৪। পুলিশ সুপার, ... (সকল)।

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২৪.১৩.৪৬৬ তারিখঃ ২৬ নভেম্বর ২০১৩

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর
১১. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সকল রেঞ্জ)
১২. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৫. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
১৬. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
১৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৯. .....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২০. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
২১. জেলা তথ্য অফিসার, ...(সকল)
২২. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৩. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ...(সকল)
২৪. অফিসার ইনচার্জ, ...(সকল)
২৫. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ আশ্বিন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২৬৯-আইন/২০০৮।-Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91B এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। [১][**সংজ্ঞা** ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, -

(১) "**কমিশন**" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(২) "**দেওয়াল**" অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরে ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজন, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৩) "**নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল**" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Chapter VIA এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(৪) "**নির্বাচন**" অর্থ জাতীয় সংসদের কোন আসনে নির্বাচন;

(৫) "**নির্বাচনি এলাকা**" অর্থ সংসদ-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;

(৬) "**নির্বাচন-পূর্ব সময়**" অর্থ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোন শূন্য আসনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার দিন হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(৭) "**পোস্টার**" অর্থ কাগজ, কাপড়, রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) "**প্রার্থী**" অর্থ কোন নির্বাচনি এলাকা হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ব্যক্তি;

(৯) "**যথাযথ কর্তৃপক্ষ**" অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

---

[১] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(১০) **"যানবাহন"** অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহণ;

(১১) **"সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি"** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

[২][৩। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি, প্রদান নিষিদ্ধ।**- কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।]

[৩][৩ক। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**- (১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না;

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবেন না।]

৪। **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার।**- (১) সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না;

(২) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম আবেদনের ভিত্তিতে ব্যবহার সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা এবং Warrant of Precedence ও প্রাধিকার অনুযায়ী সম-অধিকার প্রদান করিতে হইবে;

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারের অগ্রাধিকার পাইবেন।

৫। **নির্বাচনি প্রচারণা।**- নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ০৬ হইতে বিধি ১৪ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**- (১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইবে। তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান [৪][বা ভীতিসঞ্চারমূলক কিছু] করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

---

[২] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তাহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;

(ঙ) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৭। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ**।- (১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নিম্নে উল্লিখিত স্থান বা যানবাহনে কোন প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না, যথাঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত দালান, দেওয়াল, গাছ, বেড়া, বিদ্যুত ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দন্ডায়মান বস্তুতে;

(খ) সমগ্র দেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে; এবং

(গ) বাস, ট্রাক, ট্রেন, স্টিমার, লঞ্চ, রিক্সা কিংবা অন্য কোন প্রকার যানবাহনেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দেশের যে কোন স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলাইতে বা টাঙ্গাইতে পারিবে।

(২) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না;

[৫][(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য পোস্টার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার এবং ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন অনধিক ৩ (তিন) মিটার × ১ (এক) মিটার হইতে হইবে এবং পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তাহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না ।]

(৪) উপ-বিধি (৩)এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনীত হইলে সেইক্ষেত্রে তিনি কেবল তাহার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪)এ উল্লিখিত ছবি সাধারণ ছবি (Portrait) হইতে হইবে এবং কোন অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোন অবস্থাতেই ছাপানো যাইবে না।

(৬) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি (Portrait) এর আয়তন [৬]["৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার × ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সেন্টিমিটার"] এর অধিক হইতে পারিবে না;

(৭) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

---

[৫] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭][(৮) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মুদ্রণের তারিখবিহীন কোন পোস্টার লাগাইতে পারিবেন না ।]

৮। যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বাহির করিতে পারিবে না কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করিতে পারিবে না;

(গ) নির্বাচনি প্রচার কার্যে হেলিকপ্টার বা অন্য কোন আকাশযান ব্যবহার করা যাইবে না তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারিবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার হইতে লিফলেট, ব্যানার বা অন্য কোন প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) নির্বাচনে শান্তি শৃংখলা রক্ষার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

[৮][৮ক। **কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলে বাধা প্রদান নিষেধ।-** কোন প্রার্থী বা কোন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা কোন ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ।]

৯। দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) দেওয়ালে লিখিয়া কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না; এবং

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোন দালান, থাম, বাড়ী বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোন স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোন লিখন বা অংকন করিতে পারিবেন না।

১০। গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট বা তোরণ নির্মাণ করিতে পারিবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য ৪০০ (চারশত) বর্গফুট এর অধিক স্থান লইয়া কোন প্যান্ডেল তৈরী করিতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না;

---

[৭] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা সংযোজিত।

[৮] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ঘ) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না; একজন প্রার্থী দলীয় ও সহযোগী সংগঠনের কার্যালয় নির্বিশেষে প্রতিটি ইউনিয়নে সর্বোচ্চ একটি এবং প্রতিটি পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রতি ওয়ার্ডে একটির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা কোন শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না; এবং

(চ) নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।

১১। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃংখল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি-

(ক) নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া বক্তব্য প্রদান বা কোন ধরনের তিক্ত বা [৯][উস্কানিমূলক বা মানহানিকর] কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না;

(খ) মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না;

(গ) নির্বাচন উপলক্ষে কোন নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না এবং অনভিপ্রেত গোলযোগ ও উচ্ছৃখল আচরণ দ্বারা কাহারও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য এবং [১০][Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878)] এর সংজ্ঞায় অর্থে Fire Arms বা অন্য কোন Arms বহন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) [১১][কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না।]

১২। প্রচারণার সময়।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনি এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (আট) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

---

[৯] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১০] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১১] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা সংযোজিত।

[১২][১৪। **সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনি প্রচারণা।**— (১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনি কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদ্‌কর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনি প্রচারণায় যাইতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]

১৫। নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।- কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।- (১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।- (১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন-

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

[১২] এস আর ও নং ৩৫৯- আইন/২০১৩, তারিখঃ ২৪.১১.২০১৩ দ্বারা সংযোজিত।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনি তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।

১৮। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।-(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(২) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

১৯। রহিতকরণ।- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপন এস আর ও নং ৬০-আইন/৯৬, তারিখ ১৩ বৈশাখ ১৪০৩ মোতাবেক ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬ দ্বারা জারীকৃত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব